একাদশ অধ্যায়

পরমাণু থেকে কালের গণনা

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা ।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **চরমঃ**—অন্তিম; **সৎ**—পরিণাম; **বিশেষাণাম্**—লক্ষণসমূহ; **অনেকঃ**—অসংখ্য; **অসংযুতঃ**—অমিশ্রিত; **সদা**—সর্বদা; **পরম-অণুঃ**—পরমাণু; **সঃ**—তা; **বিজ্ঞেয়ঃ**—বোঝা উচিত; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ঐক্য**—একতা; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তিযুক্ত; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

জড় জগতের যে ক্ষুদ্রতম অংশ অবিভাজ্য এবং দেহরূপে যার গঠন হয় না, তাকে বলা হয় পরমাণু। তা সর্বদা তার অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকে, এমনকি প্রলয়ের পরেও। জড় দেহ এই প্রকার পরমাণুর সমন্বয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমাণুর বর্ণনা করা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণু সম্বন্ধে যে রকম ধারণা তা প্রায় একই, এবং তা কণাদের পরমাণুবাদ দর্শনে অধিক বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয় যে, পরমাণু হচ্ছে সবচাইতে ক্ষুদ্র বস্তু যাকে আর ভাগ করা যায় না, এবং এই পরমাণুর দ্বারা বিশ্বের রচনা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত প্রকার জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, এমনকি তাতে পরমাণুবাদও রয়েছে। পরমাণু হচ্ছে শাশ্বত কালের অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রূপ।

শ্লোক ২

সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥

সতঃ—সক্রিয় প্রকাশের; এব—নিশ্চয়ই; পদ-অর্থস্য—ভৌতিক শরীরের; স্বরূপ-অবস্থিতস্য—প্রলয়ের সময়েও যে রূপ বিদ্যমান থাকে; যৎ—যা; কৈবল্যম্—একত্ব; পরম—সর্বোচ্চ; মহান—অসীম; অবিশেষঃ—রূপ; নিরন্তরঃ—নিত্য।

অনুবাদ

পরমাণু হচ্ছে ব্যক্ত জগতের চরম অবস্থা। যখন তারা বিভিন্ন প্রকারের শরীর নির্মাণ না করে তাদের স্বরূপে স্থিত থাকে, তখন তাদের বলা হয় পরম-মহৎ। ভৌতিক রূপে নিশ্চয়ই অনেক প্রকারের শরীর রয়েছে, কিন্তু পরমাণুর দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ৩

এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম ।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্বিভুঃ ॥ ৩ ॥

এবম্—এইভাবে; কালঃ—কাল; অপি—ও; অনুমিতঃ—মাপা হয়েছে; সৌক্ষ্ম্যে—সূক্ষ্মরূপে; স্থৌল্যে—স্থূলরূপে; চ—ও; সত্তম—হে সর্বশ্রেষ্ঠ; সংস্থান—পরমাণুর সংমিশ্রণ; ভুক্ত্যা—গতির দ্বারা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অব্যক্তঃ—অপ্রকাশিত; ব্যক্ত-ভুক্—সমস্ত ভৌতিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে; বিভুঃ—মহাশক্তিশালী।

অনুবাদ

পরমাণু-সমন্বিত শরীরের গতিবিধির মাপ অনুসারে কালের গণনা করা যায়। কাল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান হরির শক্তি, যিনি জড় জগতের অগোচর হলেও সমস্ত পদার্থের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্ ।
সতোঽবিশেষভুগ্‌যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই; কালঃ—শাশ্বত কাল; পরম-অণুঃ—পারমাণবিক; বৈ—নিশ্চয়ই; যঃ—যা; ভুঙ্‌ক্তে—অতিবাহিত হয়; পরম-অণুতাম্—একটি পরমাণুর আয়তন; সতঃ—সমগ্র; অবিশেষ-ভুক্—অদ্বয় অবস্থা দিয়ে; যঃ তু—যা; সঃ—তা; কালঃ—কাল; পরমঃ—পরম; মহান্—মহান।

অনুবাদ

পরমাণুর আয়তনকে অতিক্রম করে যেটুকু সময়, সেই অনুসারে পারমাণবিক কালের আয়তনকে মাপা হয়। যে কাল সমগ্র পরমাণুর সামগ্রিক অব্যক্ত সমষ্টিকে আবৃত করে, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।

তাৎপর্য

কাল এবং দেশ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত শব্দ। কালকে মাপা হয় কোন নির্দিষ্ট স্থানের পরমাণুদের আবৃত করার ক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রামাণিক কাল মাপা হয় সূর্যের গতি অনুসারে। একটি পরমাণুকে অতিক্রম করতে সূর্যের যেটুকু সময় লাগে, তা হচ্ছে পারমাণবিক কাল। সমগ্র অস্তিত্বের অদ্বয় প্রকাশকে আবৃত করে যে কাল, তা হচ্ছে পরম-মহৎ কাল। সব কয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং স্থানকে অতিক্রম করছে, এবং সেই স্থানের গণনা হয় পরমাণুর মাধ্যমে। প্রতিটি গ্রহের আবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে সেই গ্রহটি অবিচলিতভাবে ভ্রমণ করে, এবং তেমনই সূর্যেরও নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কালের সম্পূর্ণ পরিমাণ যা সৃষ্টির অন্ত পর্যন্ত সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর আবর্তনের আয়তন অনুসারে মাপা হয়, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।

শ্লোক ৫

অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাত্ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥

অণুঃ—দুটি পরমাণু; দ্বৌ—দুই; পরম-অণু—পরমাণু; স্যাৎ—হয়; ত্রসরেণুঃ—ছয় পরমাণু; ত্রয়ঃ—তিন; স্মৃতঃ—মনে করা হয়; জাল-অর্ক—গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মি; রশ্মি—কিরণের দ্বারা; অবগতঃ—জানা যায়; খম্ এব—আকাশের প্রতি; অনুপতন্ অগাৎ—ঊর্ধ্বগামী।

অনুবাদ

স্থূল কালের গণনা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়—দুইটি পরমাণুতে একটি অণু, এবং তিনটি অণুতে একটি ত্রসরেণু। গবাক্ষের মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মির মধ্যে এই ত্রসরেণু দেখা যায়। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ত্রসরেণু ঊর্ধ্বগামী হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

পরমাণুকে অদৃশ্য বস্তুকণা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যখন এই রকম ছ'টি পরমাণু একত্রীভূত হয়, তখন তাদের বলা হয় ত্রসরেণু, এবং গবাক্ষের পর্দার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মিতে তা দেখা যায়।

শ্লোক ৬

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ ।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রসরেণু-ত্রিকম্—তিনটি ত্রসরেণুর সমন্বয়; **ভুঙ্‌ক্তে**—সংযুক্ত হতে তাদের যতটুকু সময় লাগে; **যঃ**—যা; **কালঃ**—কালের পরিমাণ; **সঃ**—তা; **ত্রুটিঃ**—ত্রুটি নামক; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **শত-ভাগঃ**—এক শত ত্রুটি; **তু**—কিন্তু; **বেধঃ**—বেধ বলা হয়; **স্যাৎ**—হয়; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনবার; **তু**—কিন্তু; **লবঃ**—লব; **স্মৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

তিনটি ত্রসরেণু সংযুক্ত হতে যেটুকু সময় লাগে, তাকে বলা হয় ত্রুটি, একশত ত্রুটি পরিমিত কালকে বলা হয় বেধ। তিন বেধের মিলনে এক লব হয়।

তাৎপর্য

এক সেকেন্ডকে যদি ১৬৮৭.৫ ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে তার একভাগ হচ্ছে ত্রুটি, যা হচ্ছে আঠারটি পরমাণুর সংযোগের কাল। বিভিন্ন প্রকার শরীরে পরমাণুর এই প্রকার সংযোজন ভৌতিক কালের মাত্রা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার কালের স্থায়িত্ব গণনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য।

শ্লোক ৭

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥

নিমেষঃ—নিমেষ নামক কালের পরিমাণ; **ত্রি-লবঃ**—তিন লবের স্থিতিকাল; **জ্ঞেয়ঃ**—জানা হয়; **আম্নাতঃ**—বলা হয়; **তে**—তারা; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ক্ষণঃ**—ক্ষণ নামক কালের পরিমাণ; **ক্ষণান্**—এই প্রকার ক্ষণ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিদুঃ**—জানতে হবে; **কাষ্ঠাম্**—কাষ্ঠা নামক সময়ের স্থিতিকাল; **লঘু**—লঘু নামক কালের পরিমাণ; **তাঃ**—সেইগুলি; **দশ পঞ্চ**—পনের; **চ**—ও।

অনুবাদ

তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়, এবং পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়।

তাৎপর্য

গণনা করে দেখা গেছে যে, এক লঘু দুই মিনিটের সমান সময়। বৈদিক জ্ঞান অনুসারে পারমাণবিক কালের গণনা এইভাবে বর্তমান কালের ধারণায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৮

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা ।
তে দ্বে মুহূর্তঃ প্রহরঃ ষড়্যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

লঘূনি—এই লঘু (যার স্থিতিকাল দুই মিনিট); **বৈ**—ঠিক; **সমাম্-নাতা**—বলা হয়; **দশ পঞ্চ**—পনের; **চ**—ও; **নাড়িকা**—এক নাড়িকা; **তে**—তাদের; **দ্বে**—দুই; **মুহূর্তঃ**—এক মুহূর্ত; **প্রহরঃ**—তিন ঘণ্টা; **ষট্**—ছয়; **যামঃ**—দিন অথবা রাত্রির এক-চতুর্থাংশ; **সপ্ত**—সাত; **বা**—অথবা; **নৃণাম্**—মানুষের গণনায়।

অনুবাদ

পনের লঘুতে এক নাড়িকা হয়, যাকে এক দণ্ডও বলা হয়। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয়, এবং ছয় অথবা সাত দণ্ডে মানুষের গণনা অনুসারে দিন অথবা রাত্রির এক-চতুর্থাংশ বা এক প্রহর হয়।

শ্লোক ৯

দ্বাদশার্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎপ্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৯ ॥

দ্বাদশ-অর্ধ—ছয়; **পল**—ওজনের পরিমাপ; **উন্মানম্**—মাপার পাত্র; **চতুর্ভিঃ**—চারের ওজনের দ্বারা; **চতুঃ-অঙ্গুলৈঃ**—চার আঙ্গুল মাপের; **স্বর্ণ**—সোনার; **মাষৈঃ**—ওজনের; **কৃত-ছিদ্রম্**—ছিদ্র করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **প্রস্থ**—এক প্রস্থের মাপ; **জল-প্লুতম্**—জলপূর্ণ।

অনুবাদ

চার মাষা পরিমিত স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত চার অঙ্গুলি পরিমাণ শলাকার দ্বারা ছয় পল (চোদ্দ আউন্স) পরিমিত তাম্রপাত্রে একটি ছিদ্র করে সেই পাত্রটি যদি জলে রাখা হয়, তাহলে সেই পাত্রটি জলে পূর্ণ হতে যতক্ষণ সময় লাগে, সেই সময়কে বলা হয় নাড়ি অথবা দণ্ড।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাম্রপাত্রটিতে ছিদ্র করতে হবে চার মাষা পরিমাণ স্বর্ণনির্মিত চার আঙ্গুল পরিমাণ শলাকা দিয়ে। এইভাবে ছিদ্রের ব্যাস নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই পাত্রটি জলে রাখলে তা জলপূর্ণ হতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় দণ্ড। এইটি দণ্ড মাপার আর একটি উপায়, ঠিক যেমন কাচের পাত্রে বালু দিয়ে সময়কে মাপা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র অথবা উচ্চতর গণিত সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল না। যতখানি সম্ভব সহজভাবে মাপ-জোখ করার নানা রকম প্রক্রিয়া ছিল।

শ্লোক ১০

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্যানামহনী উভে ।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥

যামাঃ—তিন ঘণ্টা; **চত্বারঃ**—চার; **চত্বারঃ**—এবং চার; **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের; **অহনী**—দিনের স্থিতিকাল; **উভে**—দিন এবং রাত্রি উভয়ই; **পক্ষঃ**—পক্ষ; **পঞ্চ-দশ**—পনের; **অহানি**—দিন; **শুক্লঃ**—শুক্ল; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **চ**—ও; **মানদ**—মাপা হয়।

অনুবাদ

চার প্রহরে বা যামে মানুষদের দিন এবং চার প্রহরে রাত্রি হয়। পঞ্চদশ দিবা রাত্রে এক পক্ষ হয়, এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে এক মাস হয়।

শ্লোক ১১

তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণং চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥

তয়োঃ—তাদের; সমুচ্চয়ঃ—সমষ্টি; মাসঃ—মাস; পিতৃণাম্—পিতৃলোকের; তৎ—তা (মাস); অহঃ-নিশম্—দিন এবং রাত্রি; দ্বৌ—দুই; তৌ—মাস; ঋতুঃ—এক ঋতু; ষট্—ছয়; অয়নম্—ছয় মাসে সূর্যের গতি; দক্ষিণম্—দক্ষিণ; চ—ও; উত্তরম্—উত্তর; দিবি—স্বর্গে।

অনুবাদ

দুই পক্ষের সমষ্টিতে এক মাস হয়, এবং তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। দুই মাসে এক ঋতু হয়, এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়, তা দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ।

শ্লোক ১২

অয়নে চাহনী প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

অয়নে—সূর্যের গতি (ছয় মাস ধরে); চ—এবং; অহনী—দেবতাদের এক দিন; প্রাহুঃ—বলা হয়; বৎসরঃ—এক সৌর বৎসর; দ্বাদশ—বার মাস; স্মৃতঃ—বলা হয়; সংবৎসর-শতম্—এক শত বৎসর; নৃণাম্—মানুষদের; পরম-আয়ুঃ—জীবনের আয়ু; নিরূপিতম্—নির্ধারিত।

অনুবাদ

দুই অয়নে দেবতাদের এক দিন এবং রাত্রি হয়, এবং দেবতাদের সেই দিবারাত্র মানুষদের গণনায় এক বছর হয়। মানুষদের আয়ু এক শত বৎসর।

শ্লোক ১৩

গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ ।
সংবৎসরাবসানেন পর্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

গ্রহ—চন্দ্রের মতো প্রভাবশালী গ্রহ; **ঋক্ষ**—অশ্বিনীর মতো জ্যোতিষ্ক; **তারা**—তারকা; **চক্র-স্থঃ**—কক্ষপথে; **পরম-অণু-আদিনা**—পরমাণুসহ; **জগৎ**—সমগ্র বিশ্ব; **সংবৎসর-অবসানেন**—বৎসরান্তে; **পর্যেতি**—কক্ষপথে ভ্রমণ করে; **অনিমিষঃ**—শাশ্বত কাল; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

প্রভাবশালী নক্ষত্র, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক এবং পরমাণু সমগ্র বিশ্বে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর প্রতিনিধি শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের স্বীয় কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু এবং তা কালচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। তেমনই, সূর্য থেকে শুরু করে পরমাণু পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই কালচক্রের অধীন, এবং তাদের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত কক্ষগত সময়ের একটি সংবৎসর রয়েছে।

শ্লোক ১৪

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইড়াবৎসর এব চ ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥

সংবৎসরঃ—সূর্যের কক্ষপথ; **পরিবৎসরঃ**—বৃহস্পতির পরিভ্রমণ; **ইড়া-বৎসরঃ**—নক্ষত্রের কক্ষপথ; **এব**—যেমন; **চ**—ও; **অনুবৎসরঃ**—চন্দ্রের কক্ষপথ; **বৎসরঃ**—এক বছর; **চ**—ও; **বিদুর**—হে বিদুর; **এবম্**—এইভাবে; **প্রভাষ্যতে**—কথিত হয়।

অনুবাদ

আকাশে সূর্য, বৃহস্পতি, চন্দ্র, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের পাঁচটি কক্ষের বিভিন্ন নাম রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব সংবৎসর রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে আলোচিত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কাল এবং দেশের বিবরণ, ঐ সকল বিশিষ্ট বিষয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপক হবে। প্রযুক্তি বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে এই সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবে আমরা আশা করি যে, এই বিষয়ে উৎসাহী বিদ্যার্থীরা বৈদিক জ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই জ্ঞান আহরণ করে নেবেন। এই বিষয়ের সারমর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উর্ধ্বে রয়েছে শাশ্বত কালের পরম নিয়ন্ত্রণ, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এবং তাই সব কিছুই, তা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যতই আশ্চর্যজনক বলে মনে হোক না কেন, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার ক্রিয়া মাত্র। সময় সম্বন্ধে আধুনিক ঘড়ি অনুসারে কাল বিভাগের একটি তালিকা আমরা এখানে প্রস্তুত করলাম—

এক ত্রুটি	৮/১৩,৫০০ সেকেন্ড	এক লঘু	২ মিনিট
এক বেধ	৮/১৩৫ সেকেন্ড	এক দণ্ড	৩০ মিনিট
এক লব	৮/৪৫ সেকেন্ড	এক প্রহর	৩ ঘণ্টা
এক নিমেষ	৮/১৫ সেকেন্ড	এক দিন	১২ ঘণ্টা
এক ক্ষণ	৮/৫ সেকেন্ড	এক রাত্রি	১২ ঘণ্টা
এক কাষ্ঠা	৮ সেকেন্ড	এক পক্ষ	১৫ দিন

দুই পক্ষে এক মাস হয়, এবং বার মাসে এক বছর, বা সূর্যের কক্ষপথে একবার পূর্ণ পরিভ্রমণ। মানুষের আয়ু শত বৎসর বলে আশা করা হয়। শাশ্বত কালকে মাপার এইটি একটি নিয়ন্ত্রিত বিধি।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যাকে ভগবানের চক্ষু বলে মনে করা হয়, সেই সূর্য পর্যন্ত যাঁর নিয়ন্ত্রণে শাশ্বত কালের নির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্য সমস্ত গ্রহের রাজা এবং তাপ ও আলোক বিতরণে তার শক্তি অসীম।"

শ্লোক ১৫

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং-
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; সৃজ্য—সৃষ্টির; শক্তিম্—বীজ; উরুধা—বিভিন্নভাবে; উচ্ছ্বসয়ন্—শক্তি সঞ্চার করে; স্ব-শক্ত্যা—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; পুংসঃ—জীবের; অভ্রমায়—অন্ধকার দূর করার জন্য; দিবি—দিনের বেলায়; ধাবতি—ধাবিত হয়; ভূত-ভেদঃ—অন্য সমস্ত জড় রূপ থেকে ভিন্ন; কাল-আখ্যয়া—শাশ্বত কাল নামে; গুণ-ময়ম্—ভৌতিক পরিণাম; ক্রতুভিঃ—নিবেদন করে; বিতন্বন্—বিস্তার করে; তস্মৈ—তাকে; বলিম্—নিবেদনের উপচার; হরত—নিবেদন করা উচিত; বৎসর-পঞ্চকায়—প্রতি পাঁচ বছরে নৈবেদ্য।

অনুবাদ

হে বিদুর! সূর্য তাঁর অসীম তাপ এবং আলোকের দ্বারা সমস্ত জীবেদের প্রাণবন্ত করেন। তিনি সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় করেন যাতে তারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং তিনি স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। এইভাবে তিনি প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছরে একবার পূজার বহুবিধ নৈবেদ্য সহকারে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্ ।
পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃকল্পাদ্ বহির্বিদঃ ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; পিতৃ—পিতৃলোকের; দেব—দেবলোকের; মনুষ্যাণাম্—এবং মানুষদের; আয়ুঃ—আয়ুষ্কাল; পরম্—অন্তিম; ইদম্—তাদের নিজেদের মাপ অনুসারে; স্মৃতম্—পরিগণিত; পরেষাম্—উন্নততর জীবেদের; গতিম্—জীবিত কাল; আচক্ষ্ব—দয়া করে গণনা করুন; যে—যারা সকলে; স্যুঃ—হয়; কল্পাৎ—কল্প থেকে; বহিঃ—বাইরে; বিদঃ—মহা বিদ্বান।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—আমি এখন পিতৃলোকের, স্বর্গলোকের এবং মনুষ্যলোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। এখন আপনি দয়া করে সেই সমস্ত জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ জীবেদের আয়ু সম্বন্ধে বলুন যারা কল্পের সীমার অতীত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার দিনান্তে যে আংশিক প্রলয় হয়, তা সমস্ত গ্রহলোককে প্রভাবিত করে না। সনক, ভৃগু আদি মহর্ষিরা যেসব গ্রহে রয়েছেন, সেইগুলি কল্পান্তের প্রলয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সমস্ত গ্রহগুলি বিভিন্ন ধরনের, এবং তাদের প্রতিটি বিভিন্ন কালচক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর যে কাল, তা অন্যান্য উচ্চতর লোকে প্রযোজ্য নয়। তাই বিদুর এখানে অন্যান্য গ্রহের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ১৭

ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু ।
বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—হে চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন; **বেদ**—আপনি জানেন; **কালস্য**—শাশ্বত কালের; **গতিম্**—গতিবিধি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ননু**—স্বাভাবিকভাবে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিচক্ষতে**—দেখেন; **ধীরাঃ**—আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ; **যোগ-রাদ্ধেন**—যৌগিক দৃষ্টির দ্বারা; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা।

অনুবাদ

হে চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন। আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারীরূপ শাশ্বত কালের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত। আপনি যেহেতু আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাই আপনি আপনার দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

যাঁরা সর্বোচ্চ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছু দর্শন করতে পারেন, তাই তাঁদের বলা হয় *ত্রিকালজ্ঞ* । তেমনই, ভগবানের ভক্তেরা বৈদিক শাস্ত্রচক্ষুর দ্বারা সব কিছু স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা অনায়াসে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে অনায়াসে জড় এবং চিন্ময় উভয় প্রকার সৃষ্টিতত্ত্বও অবগত হন। ভগবদ্ভক্তদের কোন রকম যোগসিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করতে হয় না। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তাঁরা সব কিছু জানতে পারেন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **দ্বাপরম্**—দ্বাপরযুগ; **চ**—ও; **কলিঃ**—কলিযুগ; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **চতুঃ-যুগম্**—চতুর্যুগ; **দিব্যৈঃ**—দেবতাদের; **দ্বাদশভিঃ**—বার; **বর্ষৈঃ**—সহস্র বৎসর; **স-অবধানম্**—ন্যূনাধিক; **নিরূপিতম্**—নির্ধারিত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। চার যুগকে বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। এই চার যুগের সমন্বয়ে যে সময়, তা দেবতাদের বার হাজার বছর।

তাৎপর্য

দেবতাদের এক বৎসর মানুষের ৩৬০ বৎসরের সমান। যুগসন্ধ্যা-সহ দেবতাদের ১২,০০০ বছর নিয়ে হচ্ছে উল্লিখিত চারটি যুগের সামগ্রিক সময়সীমা। এইভাবে, চার যুগ সময়ের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বৎসর।

শ্লোক ১৯

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥

চত্বারি—চার; **ত্রীণি**—তিন; **দ্বে**—দুই; **চ**—ও; **একম্**—এক; **কৃত-আদিষু**—সত্যযুগে; **যথা-ক্রমম্**—যথাক্রমে; **সংখ্যাতানি**—সংখ্যায়; **সহস্রাণি**—হাজার হাজার; **দ্বি-গুণানি**—দ্বিগুণ; **শতানি**—শত শত; **চ**—ও।

অনুবাদ

সত্যযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৪,৮০০ বছরের সমান; ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৩,৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ২,৪০০ বছরের সমান; এবং কলিযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ১,২০০ বছরের সমান।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতাদের এক দিন মানুষদের ৩৬০ বছরের সমান। তাই সত্যযুগের স্থিতিকাল ৪,৮০০×৩৬০ অর্থাৎ ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল ৩,৬০০×৩৬০ অর্থাৎ ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপরযুগের স্থিতিকাল ২,৪০০×৩৬০ অর্থাৎ ৮,৬৪,০০০ বছর। এবং সবশেষে কলিযুগের স্থিতিকাল ১,২০০×৩৬০ অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ বছর।

শ্লোক ২০

সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

সন্ধ্যা—যুগের আদি; সন্ধ্যা-অংশয়োঃ—এবং যুগের অন্ত; অন্তঃ—মধ্যবর্তী; যঃ—যা; কালঃ—কালের স্থায়িত্ব; শত-সংখ্যয়োঃ—শত শত বৎসর; তম্ এব—সেই কাল; আহুঃ—তারা বলে; যুগম্—যুগ; তৎ-জ্ঞাঃ—সুদক্ষ জ্যোতির্বিদগণ; যত্র—যেখানে; ধর্মঃ—ধর্ম; বিধীয়তে—অনুষ্ঠিত হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি যুগের প্রথম এবং শেষ সন্ধিক্ষণ, যা পূর্বের উল্লেখ অনুসারে কেবলমাত্র কয়েক শত বৎসর, তাকেই অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা যুগসন্ধ্যা বলে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শ্লোক ২১

ধর্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ততে ।
স এবান্যেষ্বধর্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্ধতা ॥ ২১ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **চতুঃ-পাৎ**—সম্পূর্ণ চারটি পাদ; **মনুজান্**—মানুষ; **কৃতে**—সত্যযুগে; **সমনুবর্ততে**—যথাযথভাবে সংরক্ষিত; **সঃ**—সেই; **এব**—নিশ্চয়ই; **অন্যেষু**—অন্যতে; **অধর্মেণ**—অধর্মের প্রভাবের দ্বারা; **ব্যেতি**—হ্রাস পায়; **পাদেন**—এক অংশের দ্বারা; **বর্ধতা**—ক্রমশ নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

অনুবাদ

হে বিদুর ! সত্যযুগে মানুষ যথাযথ রীতি অনুসারে পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ করত, কিন্তু অন্য যুগে অধর্মের বৃদ্ধির ফলে এক এক পাদ করে ধর্মের হ্রাস পেতে থাকে।

তাৎপর্য

সত্যযুগে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ হত। প্রত্যেক পরবর্তী যুগে ক্রমশ ধর্মের এক এক পাদ করে হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ এখন, এই কলিযুগে একপাদ ধর্ম এবং ত্রিপাদ অধর্ম বিরাজ করছে। তাই এই যুগের মানুষেরা মোটেই সুখী নয়।

শ্লোক ২২

ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরাব্রহ্মণো দিনম্ ।
তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্ ॥ ২২ ॥

ত্রি-লোক্যাঃ—তিন লোকের; **যুগ**—চতুর্যুগ; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **বহিঃ**—বাইরে; **আব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; **দিনম্**—এক দিন; **তাবতী**—ততখানি (সময়); **এব**—নিশ্চয়ই; **নিশা**—রাত্রি; **তাত**—হে প্রিয়; **যৎ**—যেহেতু; **নিমীলতি**—নিদ্রিত হন; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোকের) বাইরে ব্রহ্মার লোকে এক হাজার চতুর্যুগে এক দিন হয়। তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালও ততখানি, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা যান।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন তাঁর নিশাকালে নিদ্রা যান, তখন ব্রহ্মলোকের অধঃবর্তী ত্রিলোক প্রলয়-বারিতে নিমজ্জিত হয়। ব্রহ্মা তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর স্বপ্ন দেখেন, এবং প্রলয়ে বিনষ্ট লোকসমূহের পুনর্বিন্যাসের জন্য বিষ্ণুর নির্দেশ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ততে ।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দশ ॥ ২৩ ॥

নিশা—রাত্রি; **অবসানে**—অন্তে; **আরব্ধঃ**—শুরুতে; **লোক-কল্পঃ**—ত্রিলোকের নতুন সৃষ্টি; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দিনম্**—দিন; **ভগবতঃ**—প্রভু ব্রহ্মার; **মনূন্**—মনুগণ; **ভুঞ্জন্**—বর্তমান থাকে; **চতুঃ-দশ**—চোদ্দজন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার নিশান্তে যখন ব্রহ্মার দিন শুরু হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয়, এবং তারা চতুর্দশ মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

প্রত্যেক মনুর জীবনের অন্তেও খণ্ড প্রলয় হয়।

শ্লোক ২৪

স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪ ॥

স্বম্—স্বীয়; **স্বম্**—সেই অনুসারে; **কালম্**—আয়ুষ্কাল; **মনুঃ**—মনু; **ভুঙ্‌ক্তে**—উপভোগ করে; **স-অধিকাম্**—তার থেকে একটু বেশি; **হি**—নিশ্চয়ই; **এক-সপ্ততিম্**—একাত্তর।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনু একাত্তর চতুর্যুগের কিছু অধিক কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক-একজন মনুর আয়ু একাত্তর চতুর্যুগ। অর্থাৎ প্রত্যেক মনুর আয়ু ৮,৫২,০০০ দিব্য যুগ, বা মানুষদের গণনায় ৩০,৬৭,২০,০০০ বছর।

শ্লোক ২৫

মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ ।
ভবন্তি চৈব যুগপৎসুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥ ২৫ ॥

মনু-অন্তরেষু—প্রত্যেক মনুর বিনাশের পর; **মনবঃ**—অন্য মনুগণ; **তৎ-বংশ্যাঃ**—এবং তাঁদের বংশধরগণ; **ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **সুরাঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **ভবন্তি**—বর্ধিত হন; **চ এব**—এবং তাঁরা সকলে; **যুগপৎ**—সম কালে; **সুর-ঈশাঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **চ**—এবং; **অনু**—অনুগামীগণ; **যে**—সমস্ত; **চ**—ও; **তান্**—তাঁদের।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনুর অবসানে, তাঁদের বংশধরগণ-সহ পরবর্তী মনুর আবির্ভাব হয়, যিনি বিভিন্ন গ্রহমণ্ডল শাসন করেন, কিন্তু সপ্তর্ষিগণ, এবং ইন্দ্রের মতো দেবতাগণ ও গন্ধর্বদের মতো তাঁদের অনুগামীগণ সকলেই মনুর সঙ্গে যুগপৎ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়, এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক বংশধর রয়েছে।

শ্লোক ২৬

এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্তনঃ ।
তির্যঙ্নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্মভিঃ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই সমস্ত সৃষ্টি; **দৈনম্-দিনঃ**—প্রতিদিন; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রহ্মার দিন অনুসারে; **ত্রৈলোক্য-বর্তনঃ**—ত্রিলোকের আবর্তন; **তির্যক্**—মনুষ্যেতর প্রাণীগণ; **নৃ**—মনুষ্যগণ; **পিতৃ**—পিতৃলোকের; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সম্ভবঃ**—আবির্ভাব; **যত্র**—যেখানে; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের চক্রে।

অনুবাদ

সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিবাভাগে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের আবর্তন হয়, এবং সকাম কর্ম অনুসারে, সেখানকার তির্যক, মানুষ, দেব ও পিতৃগণ আদি অধিবাসীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

শ্লোক ২৭

মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎসত্ত্বং স্বমূর্তিভিঃ ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥

মনু-অন্তরেষু—প্রত্যেক মনুর পরিবর্তনে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভ্রৎ**—প্রকট করে; **সত্ত্বম্**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি; **স্ব-মূর্তিভিঃ**—তাঁর বিভিন্ন অবতারদের দ্বারা; **মনু-আদিভিঃ**—মনুরূপে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অবতি**—পালন করেন; **উদিত**—আবিষ্কার করে; **পৌরুষঃ**—দৈব শক্তি।

অনুবাদ

প্রত্যেক মন্বন্তরে, পরমেশ্বর ভগবান মনু এবং অন্যান্য অবতাররূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আবির্ভূত হন। এইভাবে তাঁর শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের পালন করেন।

শ্লোক ২৮

তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥ ২৮ ॥

তমঃ—তমোগুণ, অথবা রাত্রির অন্ধকার; **মাত্রাম্**—অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; **উপাদায়**—স্বীকার করে; **প্রতিসংরুদ্ধ-বিক্রমঃ**—প্রকাশ করার সমস্ত শক্তি স্থগিত রেখে; **কালেন**—শাশ্বত কালের দ্বারা; **অনুগত**—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; **অশেষঃ**—অসংখ্য জীব; **আস্তে**—অবস্থান করে; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **দিন-অত্যয়ে**—দিনান্তে।

অনুবাদ

দিনান্তে, তমোগুণের ক্ষুদ্র অংশের অধীনে, বিশ্বের শক্তিশালী অভিব্যক্তিও রাত্রির অন্ধকারে লীন হয়ে যায়। শাশ্বত কালের প্রভাবে অসংখ্য জীব তখন প্রলয়ে বিলীন হয়ে থাকে, এবং তখন সব কিছু নীরব হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রির ব্যাখ্যা, যা জড়া প্রকৃতির তমোগুণের নগণ্য স্পর্শ-সমন্বিত কালের প্রভাবের পরিণাম। ত্রিলোক ধ্বংসকারী কালাগ্নি যাঁর প্রতিনিধিত্ব করে, সেই তমোগুণের অবতার রুদ্রের দ্বারাই ত্রিলোকের প্রলয় সংঘটিত হয়। এই ত্রিলোককে বলা হয় ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ (পাতাল, মর্ত্য এবং স্বর্গ)। অসংখ্য জীবাত্মা সেই প্রলয়ে লীন হয়ে যায়, যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির নাটকের যবনিকা-পতনের মতো, এবং তখন সব কিছুই নীরব হয়ে যায়।

শ্লোক ২৯

তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তা; এব—নিশ্চয়ই; অনু—পরে; অপি ধীয়ন্তে—দৃষ্টির অগোচর; লোকাঃ—লোকসমূহ; ভূঃ-আদয়ঃ—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই ত্রিলোক; ত্রয়ঃ—তিন; নিশায়াম্—রাত্রিতে; অনুবৃৎ-তায়াম্—সাধারণ; নির্মুক্ত—জ্যোতিরহিত; শশি—চন্দ্র; ভাস্করম্—সূর্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মার যখন রাত্রি শুরু হয়, তখন লোকত্রয় অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং ঠিক সাধারণ রাত্রির মতো তখন চন্দ্র ও সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভা ত্রিলোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র অন্তর্হিত হয় না। ত্রিলোকের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্ট অংশে তারা প্রকাশিত থাকে। লয়প্রাপ্ত অংশ সূর্যরশ্মি অথবা চন্দ্রকিরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। তা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জলমগ্ন হয়ে থাকে, এবং পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেখানে অবিশ্রান্তভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ৩০

ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা ।
যান্ত্যুষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিলোকমণ্ডল; দহ্যমানায়াম্—দগ্ধ হতে থাকে; শক্ত্যা—শক্তির দ্বারা; সঙ্কর্ষণ—সঙ্কর্ষণের মুখ থেকে; অগ্নিনা—অগ্নির দ্বারা; যান্তি—যায়; উষ্মণা—উত্তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে; মহঃ-লোকাৎ—মহর্লোক থেকে; জনম্—জনলোকে; ভৃগু—মহর্ষি ভৃগু; আদয়ঃ—এবং অন্যেরা; অর্দিতাঃ—এইভাবে পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত অগ্নির ফলে এই প্রলয় হয়, এবং তখন মহর্লোকের অধিবাসী ভৃগু আদি ঋষিগণ ত্রিলোকদগ্ধকারী প্রজ্বলিত অগ্নির তাপে পীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন।

শ্লোক ৩১

তাবৎত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ময়ঃ ॥ ৩১ ॥

তাবৎ—তারপর; **ত্রি-ভুবনম্**—সমগ্র ত্রিলোক; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কল্প-অন্ত**—প্রলয়ের শুরুতে; **এধিত**—স্ফীত; **সিন্ধবঃ**—সব কটি সমুদ্র; **প্লাবয়ন্তি**—প্লাবিত করে; **উৎকট**—প্রচণ্ড; **আটোপ**—বিক্ষোভ; **চণ্ড**—প্রচণ্ড; **বাত**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিত**—উদ্বেলিত; **ঊর্ময়ঃ**—তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

প্রলয়ের শুরুতে সমস্ত সমুদ্র বর্ধিত হয়, এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ উদ্বেলিত হয়ে, ত্রিভুবনকে পরিপ্লাবিত করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত লেলিহান অগ্নি দেবতাদের শত বৎসর, অথবা মানুষদের ৩৬,০০০ বৎসর ধরে জ্বলতে থাকে। তারপর ৩৬,০০০ বছর ধরে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসহ মুষলধারায় বৃষ্টি হয়, এবং তখন সাগর ও মহাসাগরসমূহ প্লাবিত হয়। ৭২,০০০ বছর ধরে এই প্রতিক্রিয়া ত্রিলোকের আংশিক প্রলয়ের শুরু। মানুষ ত্রিলোকের এই সমস্ত প্রলয়ের কথা ভুলে যায় এবং সভ্যতার ভৌতিক প্রগতির প্রভাবে নিজেদের সুখী বলে মনে করে। একেই বলা হয় মায়া, অথবা 'যার অস্তিত্ব নেই।'

শ্লোক ৩২

অন্তঃ স তস্মিন্ সলিল আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥

অন্তঃ—ভিতরে; **সঃ**—তা; **তস্মিন্**—তাতে; **সলিলে**—জলে; **আস্তে**—আছে; **অনন্তে**—অনন্ত; **আসনঃ**—আসনের উপর; **হরিঃ**—ভগবান; **যোগ**—যোগ; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **নিমীল-অক্ষঃ**—মুদ্রিত নেত্র; **স্তূয়-মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **জন-আলয়ৈঃ**—জনলোকের অধিবাসীদের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তখন মুদ্রিত নয়নে জলের উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নিদ্রাকে আমাদের নিদ্রার মতো বলে মনে করা উচিত নয়। এখানে *যোগনিদ্রা* কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের নিদ্রাও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির একটি অভিব্যক্তি। যখনই যোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা চিন্ময় অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। চিন্ময় স্তরে সব রকম কার্যকলাপই সদা বর্তমান, এবং সেইগুলি ভৃগু আদি মহর্ষিদের স্তুতির দ্বারা কীর্তিত হয়।

শ্লোক ৩৩

এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্বয়ঃশতম্ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিধৈঃ**—প্রক্রিয়ার দ্বারা; **অহঃ**—দিন; **রাত্রৈঃ**—রাত্রির দ্বারা; **কাল-গত্যা**—কালের প্রগতি; **উপলক্ষিতৈঃ**—এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা; **অপক্ষিতম্**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **ইব**—ঠিক যেমন; **অস্য**—তার; **অপি**—যদিও; **পরম-আয়ুঃ**—জীবনের আয়ুষ্কাল; **বয়ঃ**—বৎসর; **শতম্**—একশত।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাসহ প্রত্যেক জীবের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন লোকে কালের গতি অনুসারে সকলেরই আয়ু একশত বৎসর।

তাৎপর্য

বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন জীবের কালের সীমা অনুসারে প্রত্যেক জীবের আয়ুষ্কাল একশত বছর। এই একশত বছর সকলের ক্ষেত্রেই সমান নয়। সবচাইতে দীর্ঘ শত বৎসর আয়ু হচ্ছে ব্রহ্মার, কিন্তু যদিও ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, কালক্রমে তা ক্ষয় হয়ে যায়। ব্রহ্মাও মৃত্যু ভয়ে ভীত হন, এবং তাই তিনি মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করেন। পশুদের অবশ্য কোন রকম দায়িত্বজ্ঞান নেই, কিন্তু মানুষদের মধ্যেও যাদের দায়িত্বজ্ঞান বিকশিত হয়েছে, তারাও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়

যুক্ত না হয়ে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে; তারা তাদের আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে সুখে জীবনযাপন করে। এইটি হচ্ছে মানবসমাজের উন্মত্ততা। উন্মাদের জীবনে কোন রকম দায়িত্ববোধ নেই। তেমনই, যে মানুষ তার মৃত্যুর পূর্বে দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ না করে, তার অবস্থা ঠিক একজন পাগলের মতো, যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন রকম বিবেচনা না করেই, জড়জাগতিক জীবন মহা সুখে ভোগ করতে চায়। এই বিশ্বে সবচাইতে দীর্ঘ আয়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেও, পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

শ্লোক ৩৪

যদর্ধমায়ুষস্তস্য পরার্ধমভিধীয়তে ।
পূর্বঃ পরার্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

যৎ—যা; **অর্ধম্**—অর্ধ; **আয়ুষঃ**—আয়ুষ্কাল; **তস্য**—তাঁর; **পরার্ধম্**—এক পরার্ধ; **অভিধীয়তে**—বলা হয়; **পূর্বঃ**—পূর্বে; **পর-অর্ধঃ**—আয়ুষ্কালের অর্ধভাগ; **অপক্রান্তঃ**—অতিক্রম করে; **হি**—নিশ্চয়ই; **অপরঃ**—পরবর্তী; **অদ্য**—এই যুগে; **প্রবর্ততে**—শুরু হবে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু দুভাগে বিভক্ত। তাঁর আয়ুর প্রথম অর্ধভাগ ইতিমধ্যেই গত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন চলছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার শতবর্ষব্যাপী আয়ুর বিষয়ে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এবং তা ভগবদ্গীতাতেও (৮/১৭) বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মার আয়ুর পঞ্চাশ বছর ইতিমধ্যেই গত হয়েছে, এবং বাকি পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মার মৃত্যুও অনিবার্য।

শ্লোক ৩৫

পূর্বস্যাদৌ পরার্ধস্য ব্রহ্মো নাম মহানভূৎ ।
কল্পো যত্রাভবদ্ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥ ৩৫ ॥

পূর্বস্য—পূর্বার্ধের; **আদৌ**—শুরুতে; **পর-অর্ধস্য**—শ্রেষ্ঠ অর্ধেক; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রাহ্মকল্প; **নাম**—নামক; **মহান্**—অতি শ্রেষ্ঠ; **অভূৎ**—প্রকট হয়েছিল; **কল্পঃ**—কল্প; **যত্র**—যেখানে; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মাজী; **শব্দ-ব্রহ্ম ইতি**—বেদের ধ্বনি; **যম্**—যা; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব পরার্ধের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-কল্প নামক কল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল। বেদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার তিরিশ দিনে বরাহ-কল্প, পিতৃ-কল্প আদি বহু কল্প রয়েছে। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ৩০ দিনে ব্রহ্মার এক মাস হয়। এই রকম বার মাসে এক বছর, এবং পঞ্চাশ বছরে এক পরার্ধ বা ব্রহ্মার আয়ুর অর্ধাংশ পূর্ণ হয়। শ্বেতবরাহরূপে ভগবানের অবতারের আবির্ভাবের সময় ব্রহ্মার প্রথম জন্মদিন। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে, ব্রহ্মার জন্মদিন মার্চ মাসে। এই তত্ত্বটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তস্যৈব চান্তে কল্পোঽভূদ্ যং পাদ্মমভিচক্ষতে ।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্য—ব্রাহ্ম-কল্পের; **এব**—নিশ্চয়ই; **চ**—ও; **অন্তে**—শেষে; **কল্পঃ**—কল্প; **অভূৎ**—প্রকট হয়েছিল; **যম্**—যা; **পাদ্মম্**—পাদ্ম; **অভিচক্ষতে**—বলা হয়; **যৎ**—যাতে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নাভি**—নাভিতে; **সরসঃ**—জলাশয় থেকে; **আসীৎ**—ছিল; **লোক**—বিশ্বের; **সরোরুহম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

প্রথম ব্রাহ্ম-কল্পের পরের কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ভগবান শ্রীহরির নাভি সরোবর থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল বিকশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্ম-কল্পের পরবর্তী কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল প্রকট হয়েছিল। কোন কোন পুরাণে পাদ্ম-কল্পকে পিতৃ-কল্পও বলা হয়।

শ্লোক ৩৭

অয়ং তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত ।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীচ্ছূকরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥

অয়ম্—এই; **তু**—কিন্তু; **কথিতঃ**—পরিচিত; **কল্পঃ**—কল্প; **দ্বিতীয়স্য**—দ্বিতীয়ার্ধের; **অপি**—নিশ্চয়ই; **ভারত**—হে ভরত-বংশজ; **বারাহঃ**—বারাহ; **ইতি**—এইভাবে; **বিখ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **যত্র**—যাতে; **আসীৎ**—প্রকট হয়েছিল; **শূকরঃ**—বরাহ আকৃতি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ভারত। ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কল্প বারাহ-কল্প নামেও প্রসিদ্ধ, কেননা সেই কল্পে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বারাহ নামক বিভিন্ন কল্পগুলি হতবুদ্ধিজনক বলে মনে হতে পারে। কিছু কিছু পণ্ডিত আছে, যারা মনে করে যে, সমস্ত কল্পগুলি এক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, প্রথমার্ধের শুরুতে যে ব্রাহ্ম-কল্প, তা পাদ্ম-কল্প বলে মনে হয়। কিন্তু সরলভাবে এই শ্লোকের অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমান কল্পটি ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের অন্তর্গত।

শ্লোক ৩৮

কালোঽয়ং দ্বিপরার্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্যতে ।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

কালঃ—নিত্যকাল; **অয়ম্**—এই (ব্রহ্মার আয়ু অনুসারে); **দ্বি-পরার্ধ-আখ্যঃ**—ব্রহ্মার জীবনের দুটি অর্ধাংশের পরিমাণ; **নিমেষঃ**—এক সেকেন্ডেরও কম সময়; **উপচর্যতে**—এইভাবে মাপা হয়; **অব্যাকৃতস্য**—যাঁর কোন পরিবর্তন হয় না তাঁর; **অনন্তস্য**—অসীমের; **হি**—অবশ্যই; **অনাদেঃ**—অনাদির; **জগৎ-আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার।

অনুবাদ

ব্রহ্মার জীবনের দুটি পরার্ধকাল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিকার-রহিত, অনন্ত এবং সর্ব জগতের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের এক নিমেষ মাত্র।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণগত কালের বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন। এখন তিনি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের কাল সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে, অপরিসীম কালের কেবল একটু সংকেত প্রদান করছেন। ব্রহ্মার পরমায়ুর স্থিতিকাল পরমেশ্বর ভগবানের কালের এক সেকেন্ডেরও কম সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) এই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যাঁর একটি অংশ হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্রহ্মারা তাঁর একটি নিঃশ্বাসকে অবলম্বন করে জীবিত থাকেন।" নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের রূপ বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান যে শয়ন করেন, তা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাদের বিচার অল্পজ্ঞানলব্ধ, কেননা তারা সব কিছুই গণনা করে তাদের নিজেদের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব সক্রিয় মানুষের অস্তিত্বের ঠিক বিপরীত। তাই তারা বিচার করে যে, মানুষদের যেহেতু ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের নিশ্চয়ই কোন রকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি নেই; মানুষের যেহেতু রূপ রয়েছে, তাই পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই নিরাকার; এবং মানুষ যেহেতু নিদ্রা যায়, তাই পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই নিদ্রা যান না। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কিন্তু এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের সঙ্গে একমত নয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান *যোগনিদ্রায়* শয়ন করেন, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এবং যেহেতু তিনি নিদ্রা যান, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি নিশ্চয়ই নিঃশ্বাসও গ্রহণ করেন, এবং ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর নিঃশ্বাস গ্রহণের যে সময়, সেই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। ব্রহ্মার জীবনান্তে নিত্যকালের সমাপ্তি হয় না। কিন্তু কাল অক্ষয় হলেও তা পরমেশ্বর ভগবানের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কেননা পরমেশ্বর ভগবান কালের নিয়ন্তা।

চিন্ময় জগতে নিঃসন্দেহে কাল রয়েছে, কিন্তু সেখানে তা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কাল অসীম এবং চিৎ-জগৎও অসীম, কেননা সেখানে সব কিছুই চিন্ময় ভরে বিরাজ করে।

শ্লোক ৩৯

কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধান্ত ঈশ্বরঃ ।
নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৯ ॥

কালঃ—শাশ্বত কাল; অয়ম্—এই; পরম-অণু—পরমাণু; আদিঃ—শুরু থেকে; দ্বি-পরার্ধ—কালের দুটি পরম অবধি; অন্তঃ—শেষ পর্যন্ত; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; ন—কখনই না; এব—নিশ্চয়ই; ঈশিতুম্—নিয়ন্ত্রণ করতে; প্রভুঃ—সক্ষম; ভূম্নঃ—পরমেশ্বরের; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; ধাম-মানিনাম্—যারা দেহচেতনায় আবদ্ধ তাদের।

অনুবাদ

শাশ্বত কাল অবশ্যই পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের নিয়ন্তা; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যারা দেহচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি সত্যলোক পর্যন্ত বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য উচ্চতর লোকেও কালের এই প্রভাব বিদ্যমান।

শ্লোক ৪০

বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ ।
আণ্ডকোশো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০ ॥

বিকারৈঃ—ভূতসমূহের পরিবর্তনের দ্বারা; সহিতঃ—সহ; যুক্তৈঃ—এইভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে; বিশেষ—প্রকাশ; আদিভিঃ—তাদের দ্বারা; আবৃতঃ—আচ্ছন্ন; আণ্ড-কোশঃ—ব্রহ্মাণ্ড; বহিঃ—বাইরে; অয়ম্—এই; পঞ্চাশৎ—পঞ্চাশ; কোটি—কোটি; বিস্তৃতঃ—প্রসারিত।

অনুবাদ

আটটি জড় উপাদানের সমন্বয়ে ষোড়শ প্রকার বিকার থেকে প্রকাশিত এই যে ব্রহ্মাণ্ড, তার অভ্যন্তর পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত এবং নিম্নলিখিত আবরণের দ্বারা আবৃত।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ আটটি ভৌতিক তত্ত্ব ও ষোলটি বর্গের প্রদর্শন। জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন হচ্ছে সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু। ষোড়শ বর্গ হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, আর আটটি উপাদান হচ্ছে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ, যথা—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই সব মিলিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিতরিত হয়েছে, যার বিস্তার হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি যোজন বা ৪০০,০০,০০,০০০ মাইল। আমাদের অনুভূত এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে অনেক অনেক বড়, এবং সেইগুলি ভৌতিক উপাদানের আবরণে একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

দশ-উত্তর-অধিকৈঃ—দশ গুণ অধিক বিস্তৃত; **যত্র**—যাতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে; **পরম-অণু-বৎ**—পরমাণুর মতো; **লক্ষ্যতে**—এই (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) প্রতীত হয়; **অন্তঃ-গতাঃ**—একত্রিত; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যতে; **কোটিশঃ**—পুঞ্জীভূত; **হি**—জন্য; **অণ্ড-রাশয়ঃ**—রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে যে সমস্ত তত্ত্ব, তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি এক বিশাল সমন্বয়ে পরমাণুর মতো প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের আবরণও মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের উপাদান থেকে রচিত এবং তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবরণটি হচ্ছে পৃথিবী, এবং তা ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশগুণ অধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার যদি ৪০০,০০,০০,০০০ মাইল হয়, তাহলে পৃথিবীর আবরণ হচ্ছে ৪০০,০০,০০,০০০×১০ মাইল। জলের আবরণ পৃথিবীর আবরণের থেকে দশগুণ বেশি, আগুনের আবরণ জলের থেকে দশগুণ বেশি, বায়ুর আবরণ আগুনের আবরণ থেকে দশগুণ বেশি, আকাশের আবরণ বায়ুর আবরণ থেকে দশগুণ বেশি, এইভাবে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আবরণের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ডকে

একটি পরমাণুর মতো মনে হয়, এবং যারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ অনুমান করতে পারেন, তাদের কাছেও ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অজ্ঞাত।

শ্লোক ৪২

তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ ।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎপুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; **আহুঃ**—বলা হয়; **অক্ষরম্**—অচ্যুত; **ব্রহ্ম**—পরম; **সর্ব-কারণ**—সমস্ত কারণের; **কারণম্**—পরম কারণ; **বিষ্ণোঃ ধাম**—বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম; **পরম্**—পরম; **সাক্ষাৎ**—নিঃসন্দেহে; **পুরুষস্য**—পুরুষাবতারের; **মহাত্মনঃ**—মহাবিষ্ণুর।

অনুবাদ

তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলা হয়েছে। এইভাবে বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত, এবং তা সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস মহাবিষ্ণুরও ধাম।

তাৎপর্য

মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনি কেবল এই ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎগুলিকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তবুও জড় জগতে তাঁর অবতরণ ক্ষণস্থায়ী। ভগবানের আদি অথবা মূলরূপই প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপ, এবং তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বা বিষ্ণুলোকে নিত্য বিরাজ করেন। এখানে *মহাত্মনঃ* শব্দটি মহাবিষ্ণুকে ইঙ্গিত করছে, এবং তাঁর প্রকাশের কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে *পরম* বলা হয়। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আদি পুরুষ গোবিন্দ। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দঘন, এবং তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'পরমাণু থেকে কালের গণনা' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।